সংকট -সমস্যা: মহান আল্লাহর হিকমত

(বাংলা-bengali-البنغالية)

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদক : আবু শুআইব মুহাম্মাদ সিদ্দীক

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿في الابتلاء حكمة﴾

(باللغة البنغالية)

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة

أبو شعيب محمد صديق

2009 - 1430

islamhouse.com

সংকট-সমস্যা: মহান আল্লাহর হিকমত

মানুষের জীবন সবসময় একরকম যায় না। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন। কখনো দিন কাটে সুখে, কখনো কাটে দুঃখে। কখনো আসে সচ্ছলতা। আবার কখনো দেখা দেয় দারিদ্র্য। কখনো থাকে প্রাচুর্য কখনো আবার অভাব-অনটন। মানুষ কখনো ভোগ করে সুস্থতা কখনো আক্রান্ত হয়ে পড়ে রোগ-শোকে। কখনো দেখা দেয় সুদিন আবার কখনো আসে দুর্দিন। কখনো আসে বিজয়, কখনো আসে পরাজয়। কখনো আসে সম্মান আবার কখনো দেখা দেয় লাঞ্ছনা। এ অবস্থা শুধু আমাদের সময়েই ঘটছে তা নয়। এ প্রক্রিয়া বরং যুগ যুগ ধরে এভাবেই আবর্তিত হয়ে আসছে। আল- কুরআনে এসেছে:

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ

"তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে।'' [সূরা আল আরাফ: ৯৫]

অনেক আগের যুগের মানুষের বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছে আল- কুরআন। আসল কথা হল, আমরা এই যে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে দেখছি, এটি হাকীম-প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর হিকমতের একটি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি সুন্দর নাম আমাদের জানা আছে। তার মধ্যে একটি হল 'হাকীম' অর্থাৎ প্রজ্ঞাময়। আল-কুরআনুল কারীমে এ নামটি নব্বই বারের বেশী উল্লেখ করা হয়েছে।

কোথাও 'হাকীম' শব্দটির সাথে 'আযীয' (পরাক্রমশালী) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে আল আযীযুল হাকীম।' কোথাও 'হাকীম' শব্দটির সাথে 'আলীম' (সর্বজ্ঞ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'আলীমুন হাকীম।'

'হিকমত' গুণের সাথে 'ইলম' একত্র করে আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, তার হিকমত হল 'যখন যেখানে যা প্রয়োজন' সেটাই তিনি করেন। আর 'হিকমত' গুণের সাথে 'ইযযত' একত্র করে বুঝিয়েছেন, তার এ হিকমত বাস্তবায়নে তাকে কেহ পরাস্ত করতে পারবে না। তার হিকমত তিনি বাস্তবায়ন করবেন পরাক্রমের সাথে।
হাকীম হল যিনি সবকিছুকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও মজবুত করেন। যার কাছে হিকমত আছে তাকে হাকীম বলা হয়।

হিকমত অর্থ হল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিয়ে সর্বোত্তম বস্তু বা বিষয় জানা। যেমন, আমরা যখন কাউকে দেখি যে, সে একটি বস্তু খুব সুক্ষ ও মজবুতভাবে প্রস্তুত করেছে, তখন আমরা তাকে বলি লোকটি হাকীম। অর্থাৎ সুক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সুনিপুনভাবে সে কাজটি সম্পন্ন করেছে।

আল্লাহর হিকমত তার সকল সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। কোন কিছুই তার হিকমত বা সুক্ষদর্শিতার বাইরে নয়। সেটা সৃষ্টি করার মধ্যে হোক, সৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণে হোক বা বিধি-বিধান দানে হোক। তার থেকে যা কিছু এসেছে তার সব কিছুতেই আছে হিকমত।

এ হিকমতের একটি তাকাযা হল পরীক্ষা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের সংকট ও সমস্যা দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি যেমন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, সংকট-সমস্যা, অভাব-দরিদ্রতা, রোগ-ব্যাধি, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, যুদ্ধে পরাজয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন, তেমনি সুখ-শান্তি, সচ্ছলতা-প্রাচুর্য, ধন-সম্পদ, সুখ্যাতি-সম্মান-সুস্থতা, বিজয় ইত্যাদি দিয়েও মানুষকে পরীক্ষা করেন।

ইরশাদ হয়েছে:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, ফলে তাকে সম্মান দান করেন এবং দান করেন নেয়ামত, তখন সে বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর রিযক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।" সূরা আল ফাজর, আয়াত ১৫-১৬

এ আয়াতসমূহে আমরা দেখলাম, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন, তিনি মানুষকে যেমন সুখ-শান্তি-নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন। তেমনি অভাব-অনটন-দুঃখ-কষ্ট দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি এর মাধ্যমে অযথা তার বান্দাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং এ সকল পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বান্দার কল্যাণ, উন্নতি ও মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আর এর সবগুলোই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর হিকমত। যে সকল উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হল:

এক. অনুনয়, বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া:

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি কুফর বা অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট হন না। কুফর পছন্দ করেন না। আর মানুষকে এ কুফর থেকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কিতাব নাযিল করেছেন। নবী-রাসূলগণ এ কিতাবের মাধমে মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন। খারাপ, অসত্য ও ক্ষতিকর বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন। যেন মানুষ তাদের ভ্রান্তি ও পাগলামি থেকে সত্য ও মুক্তির পথে ফিরে আসে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

"আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে।" [সূরা আল আনআম, আয়াত:৪২]

আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ এ আয়াতে 'বা'ছা' ও 'দাররা' দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। বা'ছা শব্দের অর্থ হল কঠিন অভাব ও দরিদ্রতা, জীবনোপকরণের সংকট। আর দাররা শব্দের অর্থ হল শরীর ও স্বাস্থ্যের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি।

অনেক সময় দেখা গেছে, আল্লাহ তাআলা কোন জনপদে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা নবী রাসূলদের কথার অবাধ্য হয়েছে। তাদের আদেশ মানেনি। নবী রাসূলগণ যা নিষেধ

করেছেন তারা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। ফলে আল্লাহ সেই জনপদবাসীদের উপর সংকট নাযিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

"যে জনপদেই আমি নবী প্রেরণ করেছি, তার অধিবাসীকে আমি অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যেন তারা অনুনয় বিনয় করে।" [সূরা আল আরাফ, আয়াত: ৯৪]

এ সকল সংকট ও আযাবের উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু শাস্তি দেয়া ছিল না। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তার মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতিপালক, রিযক দাতা, রক্ষাকর্তা আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করবে। নিজেদের অপরাধ, পাপ, অপারগতা, অক্ষমতা স্বীকার করে তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কিন্তু মানুষ কি এতসবের পরেও সংশোধনের পথে ফিরে আসে? মানুষ কি তার পরে আল্লাহ মুখী হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়? তার আদেশ-নিষেধগুলোকে পালন করে? কেন করে না? কারণ শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দেয়। বলে, এগুলো কিছু নয়। ওটা, একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এখানে সৃষ্টিকর্তার চাওয়া পাওয়ার কী আছে? শয়তানের কুমন্ত্রণায় মানুষের অন্তর পাষাণ হয়ে যায়। সংকট, দুর্যোগ, আযাব গজবেও সে আল্লাহর কাছে নত হয় না। দেখুন আল্লাহ সংক্ষেপে কত চমৎকারভাবে বলেছেন:

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।" [সূরা আল আনআম, আয়াত: ৪৩]

সংকট, দুর্যোগ, আযাব-গজবে আল্লাহর কাছে বিনীত না হওয়া হল নিজের প্রতি নিষ্ঠুরতা, শয়তানের চক্রান্তে পতিত হওয়া।

এ অবস্থা শুধু আধুনিক কালের মানুষদেরই নয়। বরং আগেকার যুগের মানুষদের অবস্থাও অভিন্ন ছিল। দেখুন আল্লাহ কত সুন্দরভাবে এ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন:

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের রবের কাছে নত হয়নি এবং বিনীত প্রার্থনাও করে না।" [সূরা আল মুমিনূন, আয়াত ৭৬]

আল্লাহ তাআলা অনেক সময় মানুষকে সংকট, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, রোগ- ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করার পর আবার সুখ শান্তি,ধন-সম্পদ, সচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। তখন এ সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ আল্লাহর আযাব নিয়ে আসে। তিনি বলেন:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

"অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল্ল হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল।" [সূরা আল আনআম, আয়াত: ৪৪]

দেখা গেল আল্লাহ তাদের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট দূর করে সম্পদ, সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি দিয়েছিলেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া আদায় ও সে মোতাবেক কাজ করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা আনন্দ, ফুর্তিতে পরে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ভুলে গেল। এমনিভাবে আবার যখন আল্লাহ তাদেরকে সংকটে ফেলে দেন তখন তারা আল্লাহমুখী না হয়ে বলতে থাকে, 'এটা সাধারণ ব্যাপার। এটা প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে এ রকম ঘটনা ঘটেছে।' এ সংকট যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এতে তাঁর একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে। এটা যে তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটা ম্যাসেজ, তা কোন মানুষই যেন বুঝতে চায় না। না অন্ধকার যুগের লোকেরা বুঝেছে, না বর্তমান সভ্য সমাজের লোকেরা বুঝতে চেষ্টা করেছে। বর্তমান সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিমানরা তো বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ঝুড়ি নিয়ে বসে যান। তাদের ব্যাখ্যার কোনো শেষ থাকে না। যদি কেউ বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, এটা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সৃষ্টিজীবের প্রতি একটি ম্যাসেজ। তাহলে সমাজের বুদ্ধিমান, প্রগতিশীল ও সুশীলরা তাদের মূর্খ বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের বোধ- বুদ্ধিহীন ভাবেন। আসলে তারা কি বুঝেন? দেখুন মহান আল্লাহ কি বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

"যে জনপদেই আমি নবী প্রেরণ করেছি, তার অধিবাসীকে আমি অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যেন তারা অনুনয় বিনয় করে। তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে।' অতঃপর আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করেছি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি।" [সূরা আল আরাফ, আয়াত: ৯৪-৯৫]

দুই . মানুষকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে নেয়া ও সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

মানুষকে সংকট, বিপদাপদ ও দুর্যোগ দিয়ে পরীক্ষা করার আরেকটি হিকমত হল মানুষকে সত্য-সঠিক জীবন দর্শনের দিকে ফিরিয়ে আনা। আল্লাহ চান তাঁর বান্দারা বস্তুর পূজা থেকে ফিরে আসুক তাঁরই ইবাদতের দিকে। বস্তুবাদী দর্শন পরিত্যাগ করে ফিরে আসুক সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবন দর্শনে। পার্থিব জগতকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জীবনবোধ থেকে ফিরে আসুক ইহকাল ও পরকালমুখী উদার, প্রশস্ত, অন্তহীন, ব্যাপকভিত্তিক জীবনবোধে। মানুষ সকল ভ্রান্তি ও অন্ধকার থেকে ফিরে এসে তারই ইবাদত-আরাধনা করুক যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রয়োজনমত জীবনোপকরণ দান করেছেন। আবার তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দ দ্বারা, হয়তো তারা ফিরে আসবে।" [সূরা আল আরাফ, আয়াত: ১৬৮]

এ আয়াতে তিনি বলেছেন, আমি তাদের ভাল দিয়ে পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষা করেছি মন্দ দিয়েও। আমার এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনা।

আজ আমরা যেমন সংকট, সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতা, অভাব-অনটন, জান-মালের ক্ষতি ভোগ করে পরীক্ষা দিচ্ছি। তেমনি যারা শক্তি, সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অবাধ চলাফেরা করে দাম্ভিকতা দেখাচ্ছে তারাও পরীক্ষায় নিপতিত। উদ্দেশ্য একটাই, তাদের মুক্তি ও আলোর পথে ফিরিয়ে আনা।

মানুষ যখন অন্যায়, জুলুম, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সীমালঙ্ঘন করে. তখন আল্লাহ শাস্তি হিসাবে তাদের উপর সংকট ও দুর্যোগ নাযিল করেন। উদ্দেশ্য হল তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। ইরশাদ হেয়েছে:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা আর রূম, আয়াত: ৪১]
তিনি আরো বলেন:

ولَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা আস সাজদাহ, আয়াত: ২১]

এ আয়াতেও আমরা দেখলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাপাচারের আসল শাস্তি আখেরাতে দেবেন অবশ্যই, তবে তার পূর্বে তিনি দুনিয়ার জীবেনও শাস্তি দেবেন। তবে একটি কথা সবগুলো আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সত্য ও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু আখেরাতের শাস্তির উদ্দেশ্য হল কর্মফল প্রদান করা। দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করে সুপথে ফিরে আসার সুযোগ থাকে। কিন্তু পরকালের শাস্তি ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। তিনি আরো বলেন:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাইয় না কেন, তা ছিল তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর আমি তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।" [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৪৮]
এমনকি ফেরাউন ও তার পাপাচারী কওম-কে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যও ছিল তাদের সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা।
ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"আর আমি পাকড়াও করেছি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল- ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা আল আরাফ, আয়াত: ১৩০]

তিন. মর্যাদায় পার্থক্য করা ও সত্যিকার ঈমানদার প্রমাণ করা

সকল মানুষ একই মর্যাদার নয়। কেউ আন্তরিক আবার কেউ কপট। কেউ ধৈর্যশীল আবার কেউ ধৈর্যহীন। কেউ ত্যাগী আবার কেউ ভোগী বা সুবিধাবাদী। আল্লাহ জানেন কে কোন শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু তিনি এই বাস্তবতার বা তার ইলমের প্রকাশ ঘটাতে চান পরীক্ষার মাধ্যমে। কারণ স্বভাবত মানুষ যেমন বস্তুবাদী তেমনি বাস্তববাদী। কোন কিছু চোখে না দেখলে তা যেন তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। তাই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সংকট, দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ দিয়ে প্রমাণ করে দেন কে কোন শ্রেণির মানুষ। কে সত্যিকার ঈমানদার। আর কে সুবিধাবাদী। কে সত্যিকারার্থে ভাল, আর কে দুষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন উত্তমকে দুষ্ট থেকে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯]
তিনি আরো বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

''আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা-কাজ পরীক্ষা করে নেব।" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩১]
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আক্রমণ, আগ্রাসন ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। দেখাতে চান, অমুসলিম শত্রুদের আক্রমণ আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে কে জিহাদ করা পছন্দ করে, আর কে জিহাদকে অপছন্দ করে। কে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে আর কে তা থেকে বিরত থাকে। কে জিহাদে অংশ নিয়ে তাতে অটল থাকে, আর কে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তা থেকে পালিয়ে যায়। কে জিহাদকে আল্লাহর নির্দেশ বলে গ্রহণ করে, আর কে জিহাদকে নিন্দা করে। কে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়ে এ সকল সংকটে ইসলামের উপর অটল থাকে, আর কে গা বাঁচানোর চেষ্টা করে। যারা এ পরীক্ষায় পাশ করার প্রমাণ দেবে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" [সূরা আল বাকারাহ, আয়াত: ১৫৫]
তিনি আরো বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" [সূরা আল বাকারাহ, আয়াত; ২১৪]

তিনি আরো বলেন:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে (ইহুদী ও খৃষ্টান) তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৬
তিনি আরো বলেন :

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

"আলিফ- লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববতর্ীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল আনকাবুত, আয়াত: ১-৩]

এ সকল আয়াতে আমরা দেখলাম যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পার্থক্য করে দেখাতে চান মানুষের মধে কে ভাল, কে মন্দ। কে ধৈর্যশীল আর কে ধের্যহীন। কে জিহাদ করে আর কে বসে থাকে। কে ত্যাগ করে আর কে সুবিধা প্রত্যাশা করে। কে নিজের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কে তাতে মিথ্যাবাদী। সাথে সাথে আমরা এটাও জানলাম, ঈমানদার হিসাবে জান্নাতে যেতে হলে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যারা এ সকল পরীক্ষায় পাশ করবে, তাদের জন্য আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন এ সকল আয়াতে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্র সংকট। আমাদের মুসলিম উম্মাহ যেন আরো বেশী সংকটে নিপতিত। অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যের অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি, পরিবেশ বিপর্যয় প্রভৃতি সমস্যায় বিশ্বের সকল মানুষ কমবেশী আক্রান্ত। অপর দিকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ সকল সমস্যার সাথে সাথে আছে আগ্রাসী বাহিনী কর্তৃক হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ হত্যা। তাদের সম্পদ ও বাড়ীঘর ধ্বংস। দেশ ও জনপদ অবরোধ। ইসলামের সেবার নিয়োজিত ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থাগুলোর উপর দমন-পীড়ন প্রভৃতি শুধু অমুসলিমই দেশেই নয় বরং মুসলিম দেশেও সংঘটিত হচ্ছে।

এ সবই হল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এতে রয়েছে তার হিকমত। তিনি চান, আমরা ভালভাবে তার দেখানো পথে ফিরে আসি।

আমরা মুসলিমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করছি? সকল মানুষের কল্যাণ কামনার যে দায়িত্ব ছিল তা কি আমরা আদায় করছি? আমরা কি অন্য সকল মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করছি? আমরা অন্য সকল মুসলিমের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন, অবিচার, হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখছি? নিজের জন্য যা পছন্দ করি অপরের জন্য তা পছন্দ করার অভ্যাস কি আমরা অনুশীলন করতে পেরেছি? নিজের কথা ও কাজ দিয়ে অন্য লোক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এমন দিক-নির্দেশনা কি আমরা অনুসরণ করতে পেরেছি? মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা যার যার স্থান থেকে এমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছি, যা মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারি? ইসলামের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতি আমরা কি মেনে চলছি? এসব দিক মুরাকাবা ও মুহাসাবা করে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহর কাছে প্রতিটি কথা ও কাজের ব্যাপারে হিসাব দিতে হবে। এ সকল বিপদ, মুসীবত, সংকট, সমস্যা আসলে আমাদের অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। দেখতে হবে আমাদের পিছনের ফাইলগুলো। ফিরে যেতে হবে নিজেদের অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করে আল্লাহর কাছে বিপদ মুক্তির জন্য দুআ-প্রার্থনার মাধ্যমে, তাঁর দীনের বিধি-বিধানগুলো অনুসরনের মাধ্যমে, মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, মুসলিমদের প্রতি ইতিবাচক ও সু ধারণা পোষনের মাধ্যমে, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সকল প্রকার নেতিবাচক কাজ-কর্ম পরিহারের মাধ্যমে। সংশোধন ও সংস্কার শুরু করতে হবে নিজ ব্যক্তি পর্যায় থেকেই। ব্যক্তি প্রথম নিজে সংশোধন না হলে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ সংশোধন করতে পারে না। আর এভাবেই ইসলাম ও তার চরিত্র থেকে আমরা যত দূরে সরে যাচ্ছি ততোই আযাব-গজব, সংকট, আগ্রাসন বেড়ে চলছে এবং চলবে।

সমাপ্ত

.